

69963 - ঘরে সূরা বাক্বারা পড়ার পদ্ধতীকী? ক্যাসটে-প্লয়ের থেকে পড়া কী যথেষ্ট?

প্রশ্ন

ঘরে সূরা বাক্বারা পাঠ করা এবং এ সূরার পঠন শয়তানকে তাড়ানো: সূরাটি উচ্চস্বরে পড়া কী আবশ্যকীয়? ক্যাসটে-প্লয়ের ব্যবহারে মাধ্যমে কী এ উদ্দেশ্যে হাছলি হতে পারে? সূরাটি ভাগ ভাগ করে পড়লে কী যথেষ্ট হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ সূরা বাক্বারার মহান ফযলিতরে কথা জানিয়েছেন এবং এই সূরার মহান কছি আয়াত যমেন- আয়াতুল কুরসিও শেষে দুই আয়াত-এর ফযলিতরে কথাও জানিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরার ফযলিত সম্পর্কে যা কছি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে যে ঘরে এ সূরাটি পড়া হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায় এবং যাদু থেকে সুরক্ষা ও যাদুর চকিত্সায় এটি উপকারী।

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

رواه مسلم 780

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানও না। যে ঘরে সূরা বাক্বারা পড়া হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়।"[সহিহ মুসলিম (৭৮০)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

জমহুর আলমে শব্দটিকে ينفِرُ এভাবে পড়ছেন। আর সহিহ মুসলিমের কোন কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন: يُفْرُ উভয়টি সহিহ।[শারহু মুসলিম (৬/৬৯)]

আবু উমামা আল-বাহলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তিনি বলেন: "তোমরা সূরা বাক্বারা পড়। কেননা এর পাঠে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জন করা আফসোসের কারণ। আর বাতলিপন্থীরা এতে সক্ষম হয় না।" [সহিহ মুসলিম (৮০৪)]

বাতলিপন্থীরা হচ্ছে: যাদুকরগণ।

এটি উচ্চস্বরে পড়া শর্ত নয়। বরং ঘরে পড়া বা তলোওয়াত করাই যথেষ্ট; এমনকি সটো নমিন্স্বরে হলও। অনুরূপভাবে একবারে পড়া শর্ত নয়। বরং ধাপে ধাপে পড়া যত্নে পারে। অনুরূপভাবে তলোওয়াতকারী একজন হওয়া শর্ত নয়। বরং ঘরবাসী নজিদের মধ্য ভাগ করে নেয়া জায়গে। যদিও এক ব্যক্তির একবারে পড়াটা উত্তম।

রঙে বা ক্যাসটে থেকে বেরিয়ে আসা ধ্বনিকে পড়া হিসেবে গণ্য করা জায়গে নয়। বরং অবশ্যই ঘরবাসীদের নজিদেরকে পড়তে হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ)কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সূরা "বাক্বারা" পড়ে তার ঘরে শয়তান প্রবশে করে না। কিন্তু সূরাটি যদি ক্যাসটে রেকর্ড করে রাখা হয় তাহলে কি একই বিষয় হাছল হবে?

জবাবে তিনি বলেন:

না, না। ক্যাসটে শব্দ কছুই না। এটি কোন উপকার দিবে না। কেননা ক্যাসটে বাজিয়ে এ কথা বলা যায় না যে, "সে কুরআন পড়ছে"। বলা যায়: "সে পূর্বে তলোওয়াতকৃত ক্বারীর কণ্ঠস্বর শুনছে"। তাই আমরা যদি কোন এক মুয়াজ্জনির আযান রেকর্ড করে রাখি এবং যখন ওয়াক্ত হয় তখন সটোকে মাইক্রোফোনে চালু করে এটাকে আযান হিসেবে গ্রহণ করি— এটা কি জায়গে হবে? জায়গে হবে না। অনুরূপভাবে আমরা যদি একটি হৃদয়াগ্রহী খোতবা রেকর্ড করে রাখি। এরপর যখন জুমার দিন আসবে তখন আমরা মাইক্রোফোনের সামনে ক্যাসটে-প্লয়ের এ রেকর্ডটি চালু করি। ক্যাসটে প্লয়ের বলল: "আসসালামু আলাইকুম"। এরপর মুয়াজ্জনি আযান দলি। তারপর ক্যাসটে-প্লয়ের খোতবা দলি। এটা কি জায়গে হবে? জায়গে হবে না। কেন? কেননা এটি পূর্ববর্তী একটি কণ্ঠস্বরের রেকর্ড। যমেনভাবে আপনি যদি কোন একটি কাগজে লিখেন কিংবা ঘরে একটি মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) রাখেন পড়ার বদলে সটো কি যথেষ্ট হবে? না; যথেষ্ট হবে না। [আসয়লিতুল বাব আল-মাফতুহ (প্রশ্ন নং-৯৮৬)]

কিন্তু ঘরের লোকদের মধ্যে সূরা বাক্বারা পড়তে পারার মত কটে যদি না থাকে এবং ঐ ঘরে এসে পড়ে দিবে এমন কটে যদি

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

না থাকে; সক্ষেত্রে তারা যদি ক্যাসটে-প্লয়ের ব্যবহার করে ইনশাআল্লাহ্ অগ্রগণ্য মত হচ্ছে— এতে করে তারা এ ফযলিত তথা 'ঘর থেকে শয়তানকে পলায়ন করা'র ফযলিত হাছলি করবে। বিশেষতঃ ঘরবাসীর মধ্যে কডে যদি ক্যাসটে-প্লয়েররে এ পড়াটা শুনে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কএ প্রশ্নটি জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল যএ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন যা ইমাম মুসলমি তাঁর সহহি গ্রন্থে সংকলন করছেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানও না। যএ ঘরে সূরা বাক্বারা পড়া হয় সএ ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে"। আমার প্রশ্ন হচ্ছে: যদি কডে একটা ক্যাসটে-প্লয়েররে সূরা বাক্বারার রকের্ডকৃত ক্যাসটে বাজায় এবং সম্পূর্ণ সূরাটি পড়া শেষে হওয়া পর্যন্ত ক্যাসটে চালু রাখা? নাকি অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে পড়তে হবে কথিবা তার পক্ষ থেকে অন্য কাউকে সূরাটি পড়তে হবে?

জবাবে তিনি বলেন:

যএ অভিমতটি অগ্রগণ্য (আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ) গোটো সূরাটি রডেওতে কথিবা ঘরে মালকিরে নজি পড়ার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'শয়তান পালিয়ে যাওয়া'র যএ বিষয়টি উল্লেখ করছেন সটো হাছলি হবে। কনিতু শয়তান পালিয়ে গেলেও পড়া শেষে হলে আবার না-ফরো অনবির্য নয়। যমেনটি শয়তান আযান ও ইকামত শুন পালিয়ে যায়; এরপর সএ ফরিএ এসে ব্যক্তিও তার অন্তরে মাঝে আড়াল তরী করে এবং বলে: এটা এটা স্মরণ কর। যমেনটি এ মরমে সহহি হাদিস বরণতি হয়েছে। তাই মুমনি ব্যক্তির জন্য শরয়িতরে বধিান হল তিনি সর্বদা আল্লাহর কাছ শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবনে, শয়তানের ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা ও যএ পাপরে দকি শয়তান ডাকে— এসব ব্যাপারে সাবধান থাকবনে।

আল্লাহই তাওফকিদাতা।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (২৪/৪১৩)]

দখুন: [132431](#) নং প্রশ্নোত্তর।